ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (মার্চ) মাসে ফসল সংগ্রহ করা যায়। ফল পেকে গেলে গাছগুলো গোড়া থেকে তুলে অথবা কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হবে। গোড়া থেকে কেটে নিলে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গাছগুলো ভালভাবে শুঁকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। বীজ ডাল অথবা বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে বীজ হিসেবে রাখতে হলে আরো ভালভাবে রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতার পরিমাণ আনুমানিক ৯-১০% এর মত রাখলে ভাল হয়। তারপর আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া মাটির বা টিনের পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

খোসাসহ এবং খোসাবিহীন বিনামসুর-৮

খোসাসহ এবং খোসাবিহীন বিনামসুর-৯

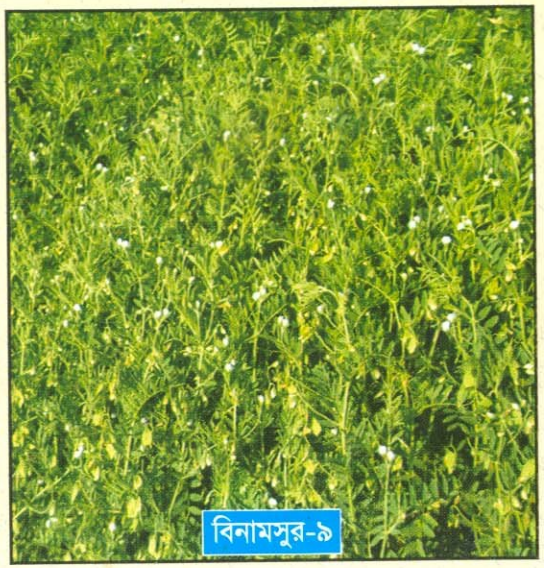

রচনা ও সম্পাদনায়-

- ড. এম. এ. সামাদ
- ড. এম. রইসুল হায়দার
- ড. এ এফ এম ফিরোজ হাসান
- জুলকার নাইন

যোগাযোগ

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

ফোনঃ ০৯১-৬৭৬০১, ৬৭৬০২, ৬৭৮৩৪, ৬৭৮৩৫

ফ্যাক্সঃ ০৯১-৬৭৮৪২, ৬৭৮৪৩, ৬২১৩১

ওয়েবঃ www.bina.gov.bd

মসুরের নতুন উন্নত জাত

বিনামসুর-৮
এবং
বিনামসুর-৯

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

ডিসেম্বর, ২০১৪

উদ্ভাবনের ইতিহাস

মসুরের উচ্চ ফলনশীল ও উন্নত গুণাবলী সম্পন্ন জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বারিমসুর-৪ জাতের বীজে ২০০ গ্রে গামা রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মসুরের নতুন দু'টি মিউট্যান্ট সারি উদ্ভাবন করা হয়। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ সালে আগাম উচ্চ ফলনশীল জাত হিসেবে কৌলিক সারি দু'টি LM-75-4 ও LM-132-7 যথাক্রমে বিনামসুর-৮ বিনামসুর-৯ নামে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধিত হয়।

জাত দু'টির তুলনামুলক বৈশিষ্যাবলী

বৈশিষ্ট্যাবলী	বিনামসুর-৮	বিনামসুর-৯
গাছের উচ্চতা	৩৬-৪০ সে.মি	৩৮-৪২ সে.মি
কান্ড	বহু শাখা বিশিষ্ট, গোড়া হালকা সবুজ বর্ণের ও গাছ খাড়া	বহু শাখা বিশিষ্ট, গোড়া গাঢ় সবুজ বর্ণের ও গাছ খাড়া
পাতা	গাঢ় সবুজ বর্ণের আকর্ষি যুক্ত	গাঢ় সবুজ বর্ণের আকর্ষি যুক্ত
বীজের আবরণ	ধূসর বর্ণের	ধূসর বর্ণের
জীবনকাল	৯৫-১০০ দিন	৯৯-১০৪ দিন
ফলন ক্ষমতা	২৬০০ কেজি/হেক্টর	২৪০০ কেজি/হেক্টর
গড় ফলন	২৫৫০ কেজি/হেক্টর	২৩৫০ কেজি/হেক্টর
১০০০ বীজের ওজন	২৩-২৫ গ্রাম	২২-২৩ গ্রাম
বীজের আকার	বীজের আকার স্থানীয় জাত হতে বড় ও চ্যাপ্টা ধরণের	বীজের আকার প্রচলিত জাত সমূহের চেয়ে একটু বড়
ক্রুড প্রোটিনের পরিমাণ	২৯-৩০%	৩২-৩৩%
বীজে ডালের পরিমাণ	৯০%	৮৯%
রোগ সহ্যক্ষমতা	সহনশীল	সহনশীল
ডালের রান্নাগুণ	ডাল সহজে সিদ্ধ হয় ও সুস্বাদু	ডাল সহজে সিদ্ধ হয় ও সুস্বাদ

চাষাবাদ পদ্ধতি

বিনামসুর-৮ ও বিনামসুর-৯ এর চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য মসুরের জাতের চাষাবাদ পদ্ধতির অনুরূপ। এ জাতের চাষাবাদ সম্পর্কে কিছু তথ্য নিম্নে দেওয়া হলোঃ

চাষ উপযোগী জমি

দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটি মসুর চাষের উপযোগী। তবে ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোহর, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা অঞ্চলে এ জাত দু'টির চাষাবাদ ভাল হয়।

বপনের সময়

কার্তিক মাসের ২য় সপ্তাহ থেকে কার্তিক মাসের ৪র্থ সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

জমি তৈরী

তিন থেকে চারটি চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পরিস্কার করে জমি তৈরী করতে হয়। জমি উত্তমভাবে ঝুরঝুরে করে নেওয়া ভাল।

সার প্রয়োগ

জমিতে শেষ চাষের সময় নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হয়ঃ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	
	হেক্টর প্রতি	একর প্রতি
ইউরিয়া	৩২-৪২	১৩-১৭
টিএসপি	১০০-১২৫	৪০-৫০
এমওপি	৫০-৬০	২০-২৪
জিপসাম	৮০-১০০	৩২-৪০
জিংক অক্সাইড	১.২৮-২.৫৬	০.৫২-১.০২
বোরিক এসিড	৫.৮৮-৮.৮২	২.৩৮-৩.৫৭
জীবাণু সার (ইউরিয়ার পরিবর্তে)	১.৫০	০.৬০

■ জীবাণু সার দিলে ইউরিয়া সার দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

বীজের হার

হেক্টর প্রতি ৩৫-৪০ কেজি বীজ দরকার। ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ সামান্য বেশি (৪০-৪৫ কেজি) দিতে হয়।

বপন পদ্ধতি

বীজ সারি করে বা ছিটিয়ে বপন করা যায়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার রাখতে হবে এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেন্টিমিটার রাখতে হবে। গাছ কয়েক সেন্টিমিটার বড় হওয়ার পর প্রয়োজন হলে থিনিং বা গাছ পাতলা করতে হবে।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

চারা গজানোর পর জমিতে আগাছা দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিড়ানী দ্বারা আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। অতি বৃষ্টির ফলে জমিতে যাতে পানি না জমে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড় দমন

বিনামসুর-৮ ও বিনামসুর-৯ জাত দু'টি মরিচা ও ঝলসানো (ব্লাইট) রোগ সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন। গোড়াপঁচা রোগ দমনের জন্য প্রোভ্যাক্স-২০০ প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে বীজ শোধন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া এ জাতে পোকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম। তবে পোকার আক্রমণ দেখা দিলে সবিক্রন ৪২৫ ইসি বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি অথবা বাজারে প্রচলিত কীটনাশক মাত্রা অনুযায়ী স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ কোন ছত্রাক নাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। তবে ছত্রাকের আক্রমণ হলে টিল্ট ২৫০ ইসি ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানির সাথে মিশ্রিত করে ১২-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।